সমকাল

তারিখ 24 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

৩৩টি পদ থেকে ৩০ শিক্ষকের পদত্যাগ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনপ্রধান, প্রভোষ্ট, ছাত্রবিষয়ক পরিচালকসহ ৩৩টি প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ৩০ শিক্ষক। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রেজিষ্ট্রারের দফতরে তারা এ পদত্যাগপত্র জমা দেন। একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় চারুকলা ইনষ্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রফেসর ড. আফরোজা পারভীনকে অপমান করার প্রতিবাদসহ দু'তিনটি কারণ উল্লেখ করে তারা এ পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। পদত্যাগকারীদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন ডিসিপ্লিনপ্রধান, ছাত্রবিষয়ক পরিচালক, ছাত্রবিষয়ক সহকারী পরিচালক, হল প্রভোষ্ট ও সহকারী প্রভোষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জানুয়ারি একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চারুকলা ইনষ্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রফেসর ড. আফরোজা পারভীন উপস্থিত হন। ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ ডিসিপ্লিনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রফেসর ড. মো. মোস্তফা সরোয়ার সভায় ড. আফরোজার অংশগ্রহণের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তার উপস্থিতিতে সভা চলতে পারে না বলে দাবি করেন।

সভায় তিনি বলেন, চারুকলা ইনষ্টিটিউটে প্রায় দুই মাস আগে প্রফেসর আমিরুল মোমেনিন নামে একজন সিনিয়র প্রফেসর যোগদান করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী তাকে ইনষ্টিটিউটের পরিচালক করার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা করেনি। সে কারণে সভায় ইনষ্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক উপস্থিত থাকতে পারেন না বলে দাবি করেন তিনি। তখন উপাচার্যসহ একাডেমিক কাউন্সিলের অন্য সদস্যরা চুপ ছিলেন বলে জানা গেছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ড. আফরোজা গত বুধবার উপাচার্যের কাছে ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

এদিকে ড. আফরোজাকে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অপমান করার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ৩৩টি প্রশাসনিক পদ থেকে ৩০ শিক্ষক পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারী ছাত্রবিষয়ক পরিচালক ড. অনির্বাণ মোস্তফা সমকালকে বলেন, চারুকলা ইনষ্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালককে অপমান করার প্রতিবাদ এবং চারুকলাকে পূর্ণাঙ্গ ডিসিপ্লিন করতে বাধাদানের প্রতিবাদসহ ৩-৪টি কারণ উল্লেখ করে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। অন্যরাও একই কারণে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন।

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

৩৩টি পদ থেকে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ ব্যাপারে প্রফেসর ড. মোস্তফা সরোয়ার বলেন, তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় যা বলেছেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এবং প্র্যাকটিস অনুযায়ী বলেছেন। পদত্যাগকারী শিক্ষক প্রফেসর ড. আফরোজা পারভীন বলেন, উপাচার্যের উপস্থিতিতে এ ধরনের আচরণ কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। সে কারণে তিনি পদত্যাগ করেন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ড. মোল্লা আমীর হোসেন বলেন, তার দফতরে কয়েকজন শিক্ষক পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। সে সময় তিনি দফতরে ছিলেন না। রোববার ফাইল দেখে বলতে পারবেন কতজন এবং কী কারণে পদত্যাগ করেছেন।

এ ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ফায়েক উজ্জামান সমকালকে বলেন, কয়েকজন শিক্ষক পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে তিনি শুনেছেন। সমস্যা সমাধানের জন্য তারা চেষ্টা করছেন।